بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 41

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ১৫ই ডিসেম্বর, 2016 15 ফাতাহ, 1395 হিজরী শামসী 14 রবিউল আওয়াল 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আহমদ বেগের জামাতার ব্যাপারেও আমি বার বার লিখিয়াছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও শর্তযুক্ত ছিল। শস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে খোদা তা'লা অধিকার রাখেন যে, কাহারো বিনয় ও আকুতি-মিনতির দরুন বা নিজের পক্ষ হইতে তাহা স্থগিত করেন।

পৃথিবীর সকল জাতি এই বিষয়ে একমত পোষণ করে যে, আসন্ন বিপদাবলী, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে প্রকাশ করা হউক, বা খোদা তা'লা কেবল নিজের ইচ্ছার মধ্যে গোপন রাখুন, তাহা সদকা, দান-খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা টলিয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই তো লোকেরা বিপদের সময় সদকা ও খয়রাত দিয়া থাকে। নচেৎ অনর্থক কাজ কে করে ?

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আহমদ বেগের জামাতার ব্যাপারেও আমি বার বার লিখিয়াছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও শর্তযুক্ত ছিল। শর্তের শব্দাবলী যাহা আমি পূর্বে বিজ্ঞাপনাদিতে প্রকাশ করিয়াছি তাহা ছিল اَيُّهَا الْمَرْاَةُ تُوْبِيْ تُوْبِيْ فَاِنَّ الْبَلَاءَ عَلٰى عَقِبِكِ ইহা ইলহামী কথা এবং ইহাতে সম্বোধিত ব্যক্তি ছিল এই মহিলার নানী। তাহার সম্পর্কে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী। একবার আমি এই ইলহাম মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেবের সন্তানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে পূর্বাহ্নেই শুনাইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তাহার নাম আব্দুর রহীম ছিল বা আব্দুল ওয়াহেদ ছিল। এই ইলহামী কথার অনুবাদ এই যে, হে নারী! তওবা কর, তওবা কর। কেননা, তোমার মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ের উপর একটি বিপদ আসন্ন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আহমদ বেগ ও তাহার জামাত সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যে মরিয়া গেল। ** ঐ মহিলার মেয়ের উপর বিপদ আসিল। কেননা, সে আহমদ বেগের স্ত্রী ছিল। আহমদ বেগের মৃত্যুতে তাহার নিকট আত্মীয়রা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এমনটি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিনয় ও আকুতি-মিনতির সহিত আমাকে চিঠিও লিখিল যে, দোয়া করুন। সুতরাং খোদা তাহাদের এই ভীতি ও আকুতি-মিনতির দরুন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতায় বিলম্ব করেন। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন ও তাহার বন্ধুদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লার যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হইয়াছিল ঐগুলি সম্পর্কে কোন তারিখ নির্ধারিত ছিল না। আমার দোয়ায় আমার কথা ছিল, ইলহামী কথা ছিল না। কেবল আমার পক্ষ হইতে দোয়া ছিল যে, এই সময়ের মধ্যে এইরূপ হউক। খোদাতা'লা স্বীয় ওহীর অনুসরনকারী হইয়া থাকেন। তাঁহার জন্য ইহা আবশ্যকীয় নহে যে,কেহ নিজের পক্ষ হইতে যাহা আবেদন করে তাহা তিনি হুবহু পূর্ণ করিবেন। এইজন্য আরবীতে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোন সময় নির্ধারিত ছিল না যে, অমুক মাসে বা অমুক বৎসরে লাঞ্ছিত করা হইবে। ইহা তো জানা কথা, শস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে খোদা তা'লা অধিকার রাখেন যে, কাহারো বিনয় ও আকুতি-মিনতির দরুন বা নিজের পক্ষ হইতে তাহা স্থগিত করেন। সকল আহলে সুন্নত বরং সকল নবী (আ.) ইহাতে একমত। কেননা, শস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী খোদা তা'লার পক্ষ হইতে কাহারো জন্য একটি বিপদরূপে নির্ধারিত হয়, যাহা সদকা, দান -খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা টলিয়া যাইতে পারে। তফাৎ কেবলমাত্র এই যে, খোদা তা'লা এই বিপদকে নিজ জ্ঞানের মধ্যে রাখেন এবং স্বীয় ওহীর মাধ্যে নিজের কোন প্রেরিতের নিকট যদি প্রকাশ না করেন, তবে তো উহাকে কেবল নির্ধারিত বিপদ বলিয়া অভিহিত করা হয়, যাহা খোদা তা'লার ইচ্ছার মধ্যে গোপন থাকে। যদি তিনি স্বীয় ওহীর মাধ্যম নিজের কোন রসুলকে এই বিপদ সম্পর্কে জানাইয়া দেন তবে উহা ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতি এই বিষয়ে একমত পোষণ করে যে, আসন্ন বিপদাবলী, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে প্রকাশ করা হউক, বা খোদা তা'লা কেবল নিজের ইচ্ছার মধ্যে গোপন রাখুন, তাহা সদকা, দান-খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা টলিয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই তো লোকেরা বিপদের সময় সদকা ও খয়রাত দিয়া থাকে। নচেৎ অনর্থক কাজ কে করে ? সকল নবী এই ব্যাপারে একমত যে, সদকা খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার দ্বারা বিপদ রহিত হইয়া যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞা এই যে, কোন কোন সময় খোদা তা'লা আমার সম্পর্কে বা আমার সন্তান সম্পর্কে বা আমার বন্ধু সম্পর্কে এক আসন্ন বিপদের খবর দেন এবং যখন ইহা দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা হয় তখন দ্বিতীয় ইলহাম হয় যে, আমি এই বিপদ দূর করিয়া দিয়াছি। অতএব যদি এইভাবে শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় হয় তবে আমি বহুবার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতে পারি। যদি আমার বিরুদ্ধবাদীর ও অশুভ এই ধরণের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শখ থাকে এবং তাহারা যদি চাহে তবে আমি এই ধরণের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে উহাদের রদ হওয়ার ব্যাপারে তাহাদিগকে অবহিত করিতে পারি। আমাদের ইসলামী তফসীরে ও বাইবেলেও লিখিত আছে যে, একজন বাদশাহ সম্পর্কে যুগ-নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহার আয়ু আর পনের দিন আছে। কিন্তু সেই বাদশাহ সারারাত কাঁদিতে থাকিল। তখন ঐ নবীর নিকট দ্বিতীয়বার ইলহাম হইল যে, আমি পনের দিনকে পনের বৎসরে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছি। আমি এই কাহিনী যেভাবে লিখিয়াছি তদ্রূপে ইহা আমাদের কিতাবাদিতে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুস্তকাদিতেও লেখা আছে। এখন কি তোমরা এই কথা বলিবে যে, ঐ নবী যিনি বাদশাহের আয়ূ সম্পর্কে কেবল পনের দিন বলিয়াছিলেন এবং পনের দিন পর মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, তিনি কি নিজ ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছেন? ইহা খোদা তা'লার দয়া যে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীতে রদ হওয়ার ব্যবস্থা জারি আছে। এমনকি যে স্থলে কুরআন শরীফে কাফেরদের জন্য চিরস্থায় শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলেও এ আয়াত মজুদ আছে, اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ؕ (সূরা হূদ: ১০৮)

অর্থাৎ কাফের সর্বদা দোযখে থাকিবে, যদি তোমার প্রভু চাহেন। কেননা, তিনি যাহা চাহেন উহা করার ব্যাপারে শক্তিমান। কিন্তু বেহেশবাসীদের জন্য এইরূপ বলা হয় নাই। কেননা, ইহা অঙ্গীকার, শাস্তির সতর্কবাণী নহে।

এরপর দুইয়ের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

নিজ জাতির জন্য আনুগত্য ও ভালবাসার ইসলামি শিক্ষা

জার্মানী সেনার সদর দপ্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ (শেষ সংখ্যা)

এই একই শিক্ষা পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে। তাই, এমনকি যেখানে কোন দেশ ধর্মঘট বা প্রতিবাদ করার অনুমতি দেয়, সেখানে এই কর্মকাণ্ড শুধু সেই মাত্রা পর্যন্ত পরিচালনা করা উচিত যার কারণে জাতির বা অর্থনীতির কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়।

আরেকটি প্রায়ই উত্থিত হয় যে, মুসলমানেরা পশ্চিমাদেশসমূহের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে কিনা, আর যদি যোগ দেওয়াার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মুসলমান দেশের উপর সামরিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পারে কিনা? ইসলামের একটি অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিষ্ঠুরতার কাজে সাহায্য করা উচিত নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ যেকোন মুসলমানের চিন্তার সম্মুখে সবসময় থাকা উচিত। যখন একটি মুসলমান দেশ এ কারণে আক্রান্ত হয় যে, দেশটি নিজে থেকে নিষ্ঠুর ও অন্যায় পথে পরিচালিত হচ্ছিল এবং সে প্রথমে আগ্রাসী হয়েছিল, তখন এরকম পরিস্থিতিতে কুরআন মুসলমান সরকারদেরকে নির্দেশ দেয় যে তার অত্যাচারী হাত থামানো উচিত। এর অর্থ তাদের নিষ্ঠুরতা বন্ধ হওয়া করা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে নিষ্ঠুরতার ইতি টানার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনুমতিদানের যোগ্য। তবে, সেই সীমালঙ্ঘনকারী জাতি যদি নিজেদের সংশোধন করে এবং শান্তির পথ বেছে নেয়, তাহলে প্রতারণা বা মিথ্যা অজুহাতে সেই দেশ বা তার জনগণের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করা উচিত নয় বা তাদেরকে অধীন করে রাখা উচিত নয়। বরং তাদেরকে পুনরায় তাদের স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাই কোন কায়েমি স্বার্থ পূরণ না করে বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একইভাবে, ইসলাম মুসলমান বা অমুসলমান সকল দেশকে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার বন্ধের অধিকার প্রদান করেছে। তাই, প্রয়োজন হলে, কোন অমুসলমান দেশ এসকল খাঁটি লক্ষ্য অর্জনে মুসলমান দেশ আক্রমণ করতে পারে। সেসকল অমুসলমান দেশের মুসলমানরা তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারে এবং অন্য দেশকে নিষ্ঠুরতা থেকে প্রতিহত করতে পারে। যেখানে এরকম পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান তখন মুসলমান সৈন্যরা যেকোন পশ্চিমা সৈন্যবাহিনীর অংশই হোক না কেন, তাদের আদেশ পালন করা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় তাহলে যুদ্ধ করা উচিত। তবে যদি কোন সৈন্যবাহিনী অন্যায়ভাবে অন্য কোন জাতিকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে অত্যাচারী হয়ে যায়, তখন একজন মুসলমানের সৈনবাহিনী ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে, কারণ অন্যথায় সে নিষ্ঠুরতার সাহায্যকারী হয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ এ নয় যে সে তার দেশের অবাধ্য হচ্ছে। আসলে, এরকম পরিস্থিতিতে দেশের প্রতি তার বিশ্বস্ততাই এ দাবি করে যে, সে এরকম পদক্ষেপ নেয় এবং নিজের দেশের সরকারকে পরামর্শ দেয় যেন তারা সেই সকল অন্যায্য সরকার ও জাতি জাতি যারা নিষ্ঠুরভাবে কাজ করে তাদের ন্যায় অধঃপতিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করে। তবে যদি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক হয় এবং ছেড়ে আসার কোন পথ না থাকে, কিন্তু তার বিবেকও সায় না দেয়, তবে সেই মুসলমানের দেশ ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু সেই দেশের আইনের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তোলার তার কোন অনুমতি নেই। তার দেশ ছাড়ার উচিত কারণ একজন মুসলমান একটি দেশের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারে না যখন একই সময়ে সেই দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা প্রতিপক্ষের সাথে হাত মিলায়।

তাই এগুলি হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার কেবল দিক, যা সকল খাঁটি মুসলমানকে নিজে দেশের জন্য আনুগত্য ও দেশপ্রেমের প্রকৃত দাবি পূরণের দিকে পরিচালিত করে। যেটুকু সময় ছিল তাতে আমি এই বিষয়ের উপর সংক্ষেপে কিছু বলতে পেরেছি মাত্র।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবী এক বিশ্বপল্লীতে পরিণত হয়েছে। মানবজাতি একে অপরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সকল দেশে সকল জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ পাওয়া যায়। এজন্য সকল দেশের নেতৃবৃন্দেরন উচিত সকল মানুষের অনুভুতি এবং ভাবাবেগকে বিবেচনায় রাখা এবং শ্রদ্ধা করা। নেতৃবর্গ এবং তাদের সরকারের উচিত মানুষের মাঝে মনোকষ্ট ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এমন আইন তৈরী না করে এমন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করা যা সত্য ও ন্যায় বিচারের এক পরিবেশ ও প্রেরণার লালন করে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে নির্মূল করা উচিত এবং এর স্থলে সত্যিকারের ন্যায় বিচারের জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সারা বিশ্ব যদি এ সৃষ্টিকর্তাকে চিনে নেয়। সকল প্রকার বিশ্বস্ততাকে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত। যদি এরূপ হয় তাহলে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাব যে, সকল দেশের জনগণ দ্বারা অনেক উঁচু মানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সারা বিশ্বে আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালনাকারী নতুন পথের উন্মোচন হবে।

শেষ করার আগে, এ সুযোগ আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমার কথা শোনার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন এবং জার্মানীর কল্যাণ করুন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

ওয়াকফীনে নাওদেরকে সমধিক হারে জামেয়া আহমদীয়ায় আসা উচিত

হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়াতে প্রবেশকারী ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নাও-এর সংখ্যা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের সামনে গোটা বিশ্বই কর্মক্ষেত্র। এশিয়া, আফ্রিকা, ইইরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দ্বীপসমূহ এবং সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। কেবল সর্বত্র, প্রত্যেকটি মহাদেশ, প্রত্যেকটি দেশ ও শহরেই নয় বরং প্রত্যেকটি গ্রামে-গঞ্জে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজটি কেবল কয়েকজন মুবাল্লিগ দ্বারা সাধিত হতে পারে না। পৃথিবীতে ধর্মের প্রসারের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন আর এই জ্ঞান এমন কোন প্রতিষ্ঠান থেকেই পাওয়া যেতে পারে যার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হল ধর্মীয় জ্ঞান শেখানো। জামাতে আহমদীয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটি জামেয়া আহমদীয়া নামে পরিচিত। এই কারণে ওয়াকফীনে নাওদেরকে সমধিক হারে জামেয়া আহমদীয়ায় আসা উচিত।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৩, স্থান: বায়তুল ফুতুহ লন্ডন)

(ইনচার্জ ওয়াকফে নও বিভাগ)

একের পাতার পর.....

টীকা: আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সকল লোক বার বার আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে বলে। তাহারা কখনো এই কথা মুখে আনে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। যদি ইহাদের মধ্যে কো সততা থাকিত তবে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি অংশের মধ্যে একটি অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দুইটি পায়ের মধ্যে একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্বেষয়ও এক অদ্ভুত বিপদ যে, ন্যায়-বিচারের কথা মুখে আনিতে দেয় না।

টীকা: কুরআন শরীফে কাফের ও মোশরেকদের শাস্তির জন্য বাংবার চিরস্থায়ী জাহান্নামের উল্লেখ আছে এবং পর পর বলিয়াছে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (সূরা নিসা, আয়াত: ১৭) অর্থ সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে- অনুবাদক) এতদ্ব্যতীত কুরআন শরীফে জাহান্নামবাসীদের অনুকুলে اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ (সূরা হুদ: ১০৮) অর্থ: যে পর্যন্ত তোমরা প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন- অনুবাদক) ও মজুদ আছে। হাদীসেও উল্লেখিত আছে "জাহান্নামের উপর এইরূপ একট সময় আসিবে যে, ইহাতে কেহই থাকিবে না এবং ভোরের সমীরণ ইহার কপাট নাড়াইবে।" কোন কোন পুস্তকে ফার্সী ভাষায় এই হাদীস লিখিত আছে 'ইঁ মুশতে খাক রা, গার না বাখশামচা কুনাম' (অর্থ আমি ধূলার মুষ্ঠি, আমাকে যদি ক্ষমা না করে তবে করিবে কি? -অনুবাদক)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২,পৃষ্ঠা:১৯৪-১৯৬)

জুমআর খুতবা

আজকের বস্তুজগত মনে করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং একে নিজের সুখ-সাচ্ছ্যন্দের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাই তাদের জন্য আনন্দ এবং প্রশান্তি বয়ে আনতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন যার মাঝে ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে সে জানে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তা'লা এই পৃথিবীর নেয়মতরাজি আর সুযোগ-সুবিধা মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, তাকওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য দেওয়া।

সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে অভাবীদের অভাব অনটনের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস ও তাদেরকে খোদার নিকটতর করার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

এ যুগেও জাগতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি, যা পুরণ করা আবশ্যক, গরীবদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও আবশ্যক। আমাদের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। কেননা হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতার কাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামাতই মুমিনদের সেই জামাত যারা একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে এই খরচ করে থাকে, যারা ইসলামের প্রচারে জন্য খরচ করে, যাতে বিভিন্ন মাধ্যমে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির কারণে তাদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়। আর অনেকে এমনও আছে যারা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে এই আর্থিক কুরবানী করে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ব্যয় করে যে, যেখানে এই খরচ খোদার নৈকট্য এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বানাবে সেখানে এ নিশ্চিয়তাও রয়েছে যে, সঠিক জায়গায়, সঠিক ভাবে এবং সঠিক খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে। অ-আহমদীরাও অকপটে স্বীকার করে যে, জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয়ের পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

চাঁদার জন্য সম্পদ পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, বৈধ উপাযে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দিতে হবে, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ যেন না হয়। কর ফাঁকি দেওয়া অর্থে যেন চাঁদা দেওয়া না হয় অথবা যে কোন অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ যেন না হয়। চাঁদাও তাদের কাছে থেকে নেওয়া হয় যাদের সম্পর্কে জানা থাকে যে, এ অর্থ অন্যায় ভাবে উপার্জিত অর্থ নয়, কেউ যদি এমন থাকে তবে তার কাছ থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনা চাঁদা গ্রহণ করে না। আর জানার পরও যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করা হয় আর আমি যদি জানতে পারি তবে হয় চাঁদা ফেরত দেওয়া হয় নতুবা সে সব পদাধিকারীদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। সুতরাং প্রকৃত বিষয় হল, ত্যাগ স্বীকার করে চাঁদা দেওয়া এবং পবিত্র সম্পদ থেকে দেওয়া, তবেই এটি কল্যাণকর হবে।

আমি আজ তাহরীক জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করব তাই আমি এমন কতক কুরবাণী দাতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব যা আর্থিক কুরবাণীর সাথে সম্পর্ক রাখে।

শুধু ধনী দেশেই নয় বরং বিভিন্ন দরিদ্র দেশ এবং যারা অতি সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়েও এমন পরিবর্তন এনেছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

আর্থিক কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার অগণিত ঘটনা আছে, যা আমার কাছে এসেছে কিন্তু সেগুলো থেকে বাছাই করে নেওয়া আমার জন্য কঠিন ছিল, এর কয়েকটি আমি উপস্থাপন করেছি। যেভাবে আমি বলেছি,প্রায়সব দেশের অধিবাসীদের সাথেই আল্লাহ্ তা'লার এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যারা খোদার ওপর নির্ভর করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অঢেল দানে ভূষিত করেন।

বিভিন্ন দেশের জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানে এম.টি.এ. শোনার প্রচলন যতটা হওয়া উচিত ততটা নেই। কমপক্ষে আমার খুতবা সরাসরি শুনে না। জামাত যে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে তা জামাতের তরবিয়্যতের জন্যই করছে। সময়ের পার্থক্য থাকলেও পুণঃস্প্রচারের সময় খুতবা শুনা উচিত।

খিলাফতের সাথে জামাতের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ.-কে একটা মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

বাড়িতে আপনারা যদি এদিকে মনোযোগ না দেন তবে ধীরে ধীরে আপনাদের সন্তান-সন্ততি দূরে সরে যাবে।

সুতরাং অনুশোচনার সময় আসার পূর্বেই নিজেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন আর এর সর্বত্তোম মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরএম.টি.এ.দিয়েছেন। একে কাজে লাগান। আরো অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম এম.টি.এ.-তে সম্প্রচারিত হয়, কিন্তু কমপক্ষে খুতবা অবশ্যই শুনা উচিত। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের সারাংশ শুনিয়ে দিয়েছেন, তাই আমি জানি খুতবায় কী কী বলা হয়েছে। সারাংশ শুনা এবং পুরো খুতবা শুনার মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

১৯৩৪ সনে আহরার জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার বা নির্মূল করার কথা বলত। কাদিয়ানের প্রতিটি ইটকে ধূলিস্যাৎ করার দাবি করত, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়ে সারা পৃথিবীতে মিশনারী বা মুবাল্লেগ প্রেরণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবলীগের একটি সুঠাম এবং সম্পুর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আজকে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিচিত। পৃথিবীর ২০৯টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

খোদার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে এ বছর বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং চাঁদা হিসেবে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সারা বিশ্বে পাকিস্তান প্রথম স্থান অধিকার করেছে এরপর যথাক্রমে জার্মানী, ব্রিটেন ও আমেরিকা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমূখ দেশের জামাতগুলির তাহরীকে জাদীদে আর্থিক কুরবানীর একটি বিশ্লেষণ।

আল্লাহ্ তা'লা সকল সকল চাঁদা দাতাদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন, ভবিষ্যতেও যেন তারা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে কুরবানীর তৌফিক লাভ করে, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও দৃঢ় হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডার ক্যালগেরির বায়তু নুর মসজিদে প্রদত্ত ১১ নভেম্বর , ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (১১ নবুয়ত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার আর্থিক কুরবানীর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন- " পৃথিবীতে সম্পদের প্রতি মানুষ গভীরভাবে ভালোবাসা রাখে। এ কারণেই স্বপ্ন -ব্যাখ্যা শাস্ত্রে লেখা আছে, যদি কোন ব্যক্তি দেখে যে, সে নিজের কলিজা বের করে কারো হতে তুলে দিয়েছে তবে এর অর্থ হল, সে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে। এ কারণেই প্রকৃত ঈমান লাভের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে-لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ প্রিয়তম বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য আদৌ অর্জন করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান, ৯৩)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশের বড় একটি অংশ সম্পদ খরচের দ্বিতীয় খাত, যা ছাড়া ঈমান দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয় না। তিনি বলেন, আত্মত্যাগ না করা পর্যন্ত মানুষ অন্যের হিত সাধন কীভাবে করতে পারে? অন্যের হিত সাধন এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আত্মত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এ আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ - তেসেই আত্মত্যাগের শিক্ষা ও হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার মাপকাঠি।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৬)

আরো একটি উদ্ধৃতি আছে তা পড়ছি। তিনি (আ.) বলেন- "প্রকৃত বিষয় হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যা সকল সুখের কারণ তা অর্জন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাময়িক কষ্ট সহ্য করা না হয়।" তিনি আরো বলেন, "ধন্য তারাই যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা সেই সাময়িক কষ্টের পরই মুমিন চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখের জ্যোতিঃ লাভ করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩)

আজকের বস্তুজগত মনে করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং একে নিজের সুখ-সাচ্ছ্যন্দের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাই তাদের জন্য আনন্দ এবং প্রশান্তি বয়ে আনতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন যার মাঝে ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে সে জানে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তা'লা এই পৃথিবীর নেয়মতরাজি আর সুযোগ-সুবিধা মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, তাকওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য দেওয়া। এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ সৎকর্ম করার মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রিয়তম বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্যের প্রকৃত অর্জন সম্ভবপর নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "ধন-সম্পদ এমন একটি বিষয় যার প্রতি মানুষের গভীর আসক্তি। আজকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই, সম্পদের মোহ-ই হল পৃথিবীর যাবতীয় নৈরাজ্য, বিশৃ ঙ্খলা এবং হানাহানির কারণ। একজন বস্তুজগতের মানুষএটিও জানে না যে, তার কাছে যদি বিপুল সম্পদ এসে যায় তবে সে তা কিভাবে খরচ করবে? পাশ্চাত্যের এ সব তথাকথিত উন্নত দেশে নিঃসন্দেহে অনেক সম্পদশালী মানুষ রয়েছে, কিন্তু তারা কোন খাতে খরচ করে? যে সব খাতে তারা খরচ করে তা হল, ক্যাসিনো বা জুয়ার আসর, এখানে গিয়ে তারা ভোগ বিলাস করে এবং জুয়ার পিছনে অর্থ ব্যয় করে। বরং মুসলিম দেশগুলোর অবস্থাও তদনুরূপ, মুসলমানরাও এখানে এসে এ ধরণের বিলাসীতার পিছনে অর্থ-সম্পদ উড়িয়ে বেড়ায়। বরং তাদের নিজেদের দেশে এমন এমন জায়গা রয়েছে যেখানে নির্বিচারে অর্থ অপচয় করা হয়। কিছুকাল পূর্বে আমি একটি পত্রিকায় আইসক্রীমের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি। এটি দুবাইয়ের একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন ছিল, এতে এক কাপ যাতে দুটি বা তিনটি আইসক্রীমের স্কুপ ছিল আর এর মূল্য ছিল সাড়ে আটশত ডলার। অর্থাৎ অমুক স্থানের জাফরান এতে ব্যবহার করা হয়েছে, অমুক স্থানের অমুক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর উপর স্বর্ণের আবরণ লাগানো হয়েছে। সাড়ে আটশত ডলারে একটি দরিদ্র দেশের একটি পুরো পরিবার উচ্চমানের জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু এই অর্থ তারা এক কাপ আইসক্রীমের পিছনে নষ্ট করে। অতএব, যাদের কাছে অঢেল অর্থ থাকে তারা জানেই না যে, এ অর্থ কিভাবে ব্যয় করতে হবে এবং কিভাবে এর দ্বারা মানুসিক প্রশান্তি লাভ করা যেতে পারে? নিঃসন্দেহে এরা খরচ করে কিন্তু তা শুধু তাদের বিলাসীতার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে নয়।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বাণী, যা সম্পর্কে উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যাখ্য প্রদান করছেন তা হল, প্রকৃত তাকওয়া ও ঈমান, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এসব বিলাসীতার পিছনে সম্পদ নষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সাথে সহমর্মিতার উদ্দেশ্যে তোমরা ব্যয় কর। তোমরা যদি এটি না কর তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে অভাবীদের অভাব অনটনের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস ও তাদেরকে খোদার নিকটতর করার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। রাসূলে করীম (সা.) যেভাবে ব্যাকুল থাকতেন যার উল্লেখ কুরআন করীমেও এসেছে। যার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, মানুষকে এই অবস্থা দেখে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে? কোন অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) বিচলিত হতেন? সেটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের দুরত্ব এবং ঈমান হতে তাদের দুরত্ব। মহানবী (সা.) নিজেকে এ জন্য কষ্ট নিপতিত করেছিলেন যে, ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ্ তা'লার হাতে তারা ধৃত হবে এবং শাস্তি পাবে।

অতএব, এ যুগেও জাগতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি, যা পুরণ করা আবশ্যক, গরীবদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও আবশ্যক। আমাদের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। কেননা হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতার কাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই হেদায়াত যা রাসূলে করীম (সা.) সমগ্র মানবতার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। যার প্রসার এবং প্রচারের জন্য তিনি (সা.) ব্যকুল ছিলেন, এর পূর্ণতার এটিই যুগ, যখন সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম নাগালের মধ্যে রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর যেভাবে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল অনুরূপভাবে এ দায়িত্ব এখন তাঁর মান্যকারীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা অঙ্গিকার করে যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। সম্পদশালীরা বিলাসিতার পিছনে সম্পদ নষ্ট করে। তদের কাছে এত অঢেল সম্পদ রয়েছে যে, তারা বুঝে উঠতে পারে না, তারা কোথায় এবং কিভাবে খরচ করবে? সকল চাহিদা পূরণের পরও তারা বুঝে না, এ সম্পদ দিয়ে তারা কী করবে? কেননা তাদের মাঝে ধর্ম এবং মানুষের সহানুভূতি নামের বস্তুটি প্রায় থাকে না বললেই চলে। কাজেই বিলাসীতা এবং বৃথা কার্যকলাপ ছাড়া তাদের চোখে আর কিছুই পড়ে না। কিন্তু মুমিন তারা যাদের আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দেন যে, শুধু অতিরিক্ত সম্পদই নয় বরং প্রকৃত পুণ্য অর্জনের জন্য এবং এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে সেই সম্পদ থেকে ব্যয় কর যে সম্পদকে তুমি ভালোবাস।এতে সন্দেহ নেই যে, কিছু কিছু সম্পদশালী মানুষও কোন কোন দাতব্যকর্মে খরচ করে, আবার সদকা-খায়রাতও করে। কিন্তু তাদের ব্যয় তাদের আয়ের তুলনায় অতি নগন্য হয়ে থাকে আর তাও আবার নিয়মিত করা হয় না। অতএব, নিয়মিত ভাবে, সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং পুণ্য লাভের আশায় শুধু একজন মুমিনই খরচ করে। বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামাতই মুমিনদের সেই জামাত যারা একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে এই খরচ করে থাকে, যারা ইসলামের প্রচারে জন্য খরচ করে, যাতে বিভিন্ন মাধ্যমে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির কারণে তাদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়। আর অনেকে এমনও আছে যারা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে এই আর্থিক কুরবানী করে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ব্যয় করে যে, যেখানে এই খরচ খোদার নৈকট্য এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বানাবে সেখানে এ নিশ্চিয়তাও রয়েছে যে, সঠিক জায়গায়, সঠিক ভাবে এবং সঠিক খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে। অ-আহমদীরাও অকপটে স্বীকার করে যে, জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয়ের পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

আমাদের কাবাবিরের মুবাল্লেগ সাহেব একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন। জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তাদের দু'জন ভিন-দেশী অতিথি নিয়ে আমাদের কাবাবির মিশন হাউজে আসেন। তাদের সাথে জামাত সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ হয়। জামাতের ব্যবস্থাপনার কথা তাদেরকে জানানো হয়। এদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ান একজন প্রফেসরও ছিলেন। তিনি আলোচনার শেষের দিকে বলেন, আহমদীয়া জামাতের যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হল, আপনাদের জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সচ্ছ ও পবিত্র। তিনি বলেন, পবিত্র সম্পদের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন হয়তো আপনাদের অদৃষ্টেই লেখা আছে আর এ জন্য আমি আপনাদের মুবারকবাদ জানাই।

আর চাঁদার জন্য সম্পদ পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দিতে হবে, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ যেন না হয়। কর ফাঁকি দেওয়া অর্থে যেন চাঁদা দেওয়া না হয় অথবা যে কোন অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ যেন না হয়। চাঁদাও তাদের কাছে থেকে নেওয়া হয় যাদের সম্পর্কে জানা থাকে যে, এ অর্থ অন্যায় ভাবে উপার্জিত অর্থ নয়, কেউ যদি এমন থাকে তবে

তার কাছ থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনা চাঁদা গ্রহণ করে না। আর জানার পরও যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করা হয় আর আমি যদি জানতে পারি তবে হয় চাঁদা ফেরত দেওয়া হয় নতুবা সে সব পদাধিকারীদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। সুতরাং প্রকৃত বিষয় হল, ত্যাগ স্বীকার করে চাঁদা দেওয়া এবং পবিত্র সম্পদ থেকে দেওয়া, তবেই এটি কল্যাণকর হবে। অ-আহমদীদের জানানো হলে তারাও এ কথা স্বীকার করে যেভাবে সেই প্রফেসর করেছেন। একজন বস্তুবাদি মানুষও এটি অনুধাবন করতে পেরেছে যে,এদের মাধ্যমেই বিপ্লব সাধিত হবে।

সুতরাং যতক্ষণ আমাদের নিয়্যত পবিত্র থাকবে, যতদিন আমরা পবিত্র সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখাব এবং তা আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করব ততদিন আমরা নিশ্চিতভাবে বিপ্লব ঘটানোর কারণ হব। আর এ বিপ্লব আমাদের জন্য নির্ধারিত কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আমরা কোন জাগতিক বিপ্লব ঘটাব না।এটি হল আধ্যত্মিক বিপ্লব। মহানবী (সা.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে, একত্ববাদ প্রচার করতে হবে আর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করতে হবে। আর এগুলো কোন মানুষের বানানো কথা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা এই কাজ সমাধা করবে, যারা তাঁর এই কাজের পুর্ণতার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবে।

তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- "রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা (রা.) নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার উপমা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর খাতিরে সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করাকে সহজ জ্ঞান করেছেন, এমনকি প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, স্বীয় ধন-সম্পদ এবং বন্ধু-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "অনুরূপভাবে আমি দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও তাঁর অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে (অর্থাৎ জামাতের সদস্যদের যে মানের ঈমান এবং তাদের অবস্থা সে তুলনায় সাহাবীদের মর্যাদা অনেক উঁচু ছিল কিন্তু এ যুগের সাহাবীদের মর্যাদাও অনেক উচ্চ যাঁরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেছিলেন।) তিনি বলেন, তাদের অবস্থা এবং মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ্ তাদেরকে এক বিশেষ উদ্দীপনা দান করেছেন। আর তারা বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৬-৩৩৭)

জামাতের আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন- "আমার ধর্মীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময়ই তারা উদারভাবে চাঁদা দিয়েছেন। নিজের সামর্থ এবং যোগ্যতা অনুসারে কম-বেশি সবাই এই কাজে অংশ নেন। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, কতটা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে তারা এই চাঁদা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ভালোভাবে জানি, আমাদের জামাত সেই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে যা সাহাবীরা আর্থিক সংকটের সময় প্রদর্শন করতেন।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৮) একবার তিনি জামাতের সদস্যদের কুরবানীর মান দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, কীভাবে এরা এত কুরবানী করে?

অতএব, হযতর মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জীবনে এমন বিপ্লব সাধন করেছেন যা তাদের জন্য জাগতিক কামনা-বাসনাকে উপেক্ষা করে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাঁরা তাঁর হাতে সরাসরি বয়াত করেছিলেন তাঁদের মাঝে কুরবানীর যে চেতনা এবং প্রেরণা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মান কি এখন হারিয়ে গেছে, তা কি সেই সময় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল? যদি এমনটি হয় তবে জামাত উন্নতির পথে কখনোই অগ্রসর হতে পারত না আর উন্নতিও করত না। তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সম্মানের সাথে খ্যাতি দান করব। এর জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং ত্যাগী স্বীকারকারী জামাতেরও প্রয়োজন ছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে তিনি (আ.) এ শুভসংবাদও দিয়েছিলেন যে, তাঁর তিরধানের পর খেলাফত ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠিত হবে যা তাঁর কাজকে পূর্ণতা প্রদান করবে আর যার সাথে নিষ্ঠাবানরা যুক্ত হয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করবে। অতএব, আমরা আজ দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি কীভাবে পুর্ণ করে চলেছেন! নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবানদের একটি জামাত রয়েছে যারা খেলাফতের সাথে যুক্ত হয়ে জীবন, সম্পদ এবং সময়ের ত্যাগ স্বীকার করছেন।

যেহেতু আমি আজ তাহরীক জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করব তাই আমি এমন কতক কুরবাণী দাতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব যা আর্থিক কুরবাণীর সাথে সম্পর্ক রাখে।

শুধু ধনী দেশেই নয় বরং বিভিন্ন দরিদ্র দেশ এবং যারা অতি সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়েও এমন পরিবর্তন এনেছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন।

গিনি কোনাকরি-র মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেন, এখানে সোম্ব ইয়াবী নামের একটি জামাত রয়েছে। এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেব এ বছর তার মসজিদসহ জামাতে যোগ দিয়েছেন। তাকে যখন জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তাহরীকে জাদীদ-এর গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, আমি নিজেও চাঁদা ও যাকাত সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করেছি কিন্তু আর কোথাও আমি এমন সুদৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গীন অর্থিক ব্যবস্থপনা দেখিও নি এবং এরূপ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শুনিও নি। তিনি তখনই চাঁদা পরিশোধ করেন এবং বলেন, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে প্রতি মাসেই আমাদের পুরো জামাত চাঁদা দিবে। এরা দরিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ। ইউরোপ বা পাশ্চাত্যে দারিদ্রের যে ধারণা রয়েছে সেই তুলনায় এদের দরিদ্রতা শোচনীয় পর্যায়ের কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে এরা সবচেয়ে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত মানুষ।

এটি শুধু একটি দেশ বা বিচ্ছিন্ন কোন দেশের ঘটনা নয় বরং এই প্রবণতা পৃথিবীর বহু দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমে গিনি কোনাকরির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন আইভরিকোস্টের মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন, আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে কুপিঙ্গা গ্রামে যাই। তাদেরকে জামাতের বার্তা পৌঁছাই। মহিলা ও পুরুষ সকলেই গভীর মনোযোগের সাথে আমাদের তবলীগ শোনার পর এক বন্ধু বলে উঠেন, পূর্বেও অনেকেই এখানে তবলীগের জন্য এসেছিল কিন্তু এত সুন্দর বার্তা পূর্বে আমরা কখনও পাইনি। এরপর প্রায় ৩০০ মানুষ তখনই জামাতভুক্ত হয়। এরপর তাদেরকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা এবং তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কথা প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে, আজ তাহরীকে জাদীদের চলতি বর্ষের শেষ দিন। এ কথা শুনে গ্রামের প্রধান এবং ইমাম গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আজই আমরা আহমদী হয়েছি এবং আজই আমরা আহমদীয়া জামাতে যোগ দিয়েছি, কিন্তু যেভাবেই হোক আমরা এই বরকতময় তাহরীকে অংশ নেব। এ প্রেক্ষিতে গ্রামবাসীরা তাৎক্ষনিকভাবে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক একত্রিত করে তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করে।

কুরবানীর আরেকটি ঘটনা রয়েছে আফ্রিকার আরেক দেশ তানজানিয়ার। মুয়ানযা অঞ্চলের এক বন্ধুর তাহরীকে জাদীদ খাতে ওয়াদা ছিল দুই লক্ষ সিলিং যার মধ্য থেকে এক লক্ষ সিলিং তিনি পূর্বেই আদায় করেছেন। এক লক্ষ বাকি ছিল। আমীর সাহেব লিখেছেন, অক্টোবরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, আপনার এক লক্ষ সিলিং এখনও বাকি আছে অথচ তাহরীকে জাদীদের বছর সমাপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি এখন সফরে রয়েছি, তথাপি কোন ব্যবস্থা করছি। তিনি একজন বাস ড্রাইভারের হাতে এই টাকা পাঠিয়ে দেন আর তাকে বলে দেন, এগুলো আমার চাঁদার টাকা যা পরিশোধ করা খুবই জরুরী। তাই সেখানে পৌঁছেই পুরো টাকা মুয়াল্লিম সাহেবকে দিবে, তার নাম ও ঠিকানা তাকে দিয়ে দেন। সেই বাস ড্রাইভার বাস স্ট্যান্ড-এ পৌঁছেই মুয়াল্লিম সাহেবকে ফোন করে বলে, আপনার একটি আমানত আমার হাতে আছে, এসে নিয়ে যান। মুয়াল্লিম সাহেব চাঁদা আনতে গেলে সেই ড্রাইভার মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, তিনিও আহমদী হতে চান। এই বাস ড্রাইভারের স্ত্রী-সন্তান পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না বলে নিজে আহমদী হন নি। কিন্তু এখন বলেন, এ কথাটি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, আজকের বস্তুবাদি বিশ্বে মানুষ যখন সম্পদকে গভীরভাবে ভালোবাসে আর আমরা তো দারিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ, তথাপি কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষ সৃষ্টি করলেন যারা আল্লাহ্র পথে আর্থিক কুরবানী করে সত্যিকার আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ করে! এভাবে সেই আহমদী বন্ধু যিনি বাস ড্রাইভারের হাতে তার চাঁদার টাকা পাঠিয়েছিলেন তার এভাবে চাঁদা পাঠানো সেই অ-আহমদীকেও আহমদীয়াতভুক্ত করার কারণ হয়েছে।

অতএব, এই হল সদিচ্ছায় দেওয়া চাঁদা, যার ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশ পায়। প্রিয় সম্পদ থেকে প্রদত্ত আর্থিক কুরবানী এক পুণ্যবান ব্যক্তির সংশোধনের কারণ হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন মাধ্যমে ফল দিয়ে থাকেন।

একইভাবে সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের জামাতের এক সদস্যের নাম ওমর সাহেব। তার পিতা অ-আহমদী ছিলেন। গিনি কোনাকরির থেকে ভীষণ অসুস্থতা নিয়ে আসেন, প্রাথমিক চেকআপ এবং ঔষধ দেওয়ার পর ডাক্তাররা প্রোস্টেইট-এর অপারেশন প্রস্তাব করেন কিন্তু

ওমর দিয়ালু সাহেবের কাছে পিতার অপারেশন করানোর জন্য পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। এত বড় ঋণ করাও তার জন্য কঠিন মনে হচ্ছিল। খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। তিনি বলেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ আরম্ভ হলে জুমুআর খুতবায় আমি যখন তাহরীকে জাদীদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করি, পরের দিন ওমর সাহেব মসজিদে এসে বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার রশিদ কাটুন। আমীর সাহেব বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কেআমি জানতাম। তাই আমি বললাম, আপনার অবস্থা পূর্বেই ভালো নয়, আপনার পিতা অসুস্থ্য, আপনি আর্থিক কুরবানী কিভাবে করবেন। তিনি বলেন, গতকাল যে খুতবা দিয়েছিলেন তাতে এটি আপনি খোদার সাথে ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই আল্লাহ্‌র সাথে আমি ব্যবসা করতে এসেছি। তাই আমার রশিদ কাটুন। তিনি বলেন, দু'দিন পর আমি যখন তার পিতাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে যাই তখন তার পিতা বাইরে আরাম কেদারায় বসেছিলেন। ওমর সাহেব কিছুক্ষণ পর বাইরে আসেন এবং বলেন, আজকে আমার ব্যবসা লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। আমার পিতা আল্লাহ্‌র ফযলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ্য। ব্যাথা-বেদনা কিছুই নেই। কিছুদিন পর ডাক্তার পুনরায় চেকআপ করে বলে, অপারেশনেরও কোন প্রয়োজন নেই। এই ঘটনার পর তার পিতাও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অতএব, অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লার সাথে এগুলো নগদ ব্যবসা হয়ে থাকে। গত সপ্তাহে মসজিদ উদ্বোধন করতে গিয়েও এখানকার এক ব্যক্তির কথা আমি বলেছিলাম, মসজিদের কাজ করাকে কিভাবে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লাওতার জন্য অলৌকিকভাবে বড় অঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একজন দুনিয়ার বস্তুবাদী মানুষ এটিকে হয়তো সমাপতন মনে করবে কিন্তু যারা খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা বিশ্বাস করে, যা হয়েছে তা হল আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও কৃপা।

অনুরূপভাবে কঙ্গো কিনসাশার একটি জামাতের নাম হল বুন্ডা আর এক বন্ধুর নাম আইয়ূব সাহেব কোকুন্ডুলু। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আমি জামাতী কাজে যোগ দিতাম না, আমার ছেলে সবসময় অসুস্থ্য থাকত, তার চিকিৎসা খাতে অনেক ব্যয় হত। তিনি বলেন, আমাকে স্থানীয় আমেলায় সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে আমি চিন্তা করলাম, আমাকে যেহেতু সেক্রেটারী মাল নিযুক্ত করা হয়েছে অতএব, আমার আর্থিক কুরবানী জামাতের জন্য আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। দূর-দুরান্তের একটি দেশে, ছোট্ট একটি স্থানে এক দরিদ্র ব্যক্তির হৃদয়ে এ ধারণার উদয় হয় যে, আমাকে যেহেতু সেক্রেটারী মাল নিযুক্ত করা হয়েছে তাই আমার কুরবানীর মানও অন্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করি আর চাঁদার কল্যাণে আমার অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। আমার জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে। আমার ছেলেও এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত। আমি মনে করি এসব কিছুই জামাতের সেবা এবং আর্থিক কুরবানীর ফসল।

'পেট কেটে কুরবানীর করা'র প্রবাদ আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম মানুষ ততক্ষণ উদঘাটন করতে পারবে না যতক্ষণ না এ ধরণের ঘটনা সামনে আসবে। গরীব মানুষের কুরবানীর মান দেখে এসব বিষয় স্পষ্ট হয়।

গাম্বিয়ার এক ভদ্র মহিলা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সেই গ্রামের নাম হলো জুভিদা। সেই ভদ্র মহিলাকে তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমার কাছে শুধু চাউল ক্রয় করার জন্য একশত ডালাসী রয়েছে আর বাড়িতে একটি চাউলও নেই। তিনি আরো বলেন, তার পরিবারের একমাত্র অবলম্বন তার একমাত্র পুত্র দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। মানুষ বলে, সে মারা গেছে। কেননা সে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। কিন্তু একইসাথে সেই ভদ্র মহিলা বলেন, ঠিক আছে কোনভাবে ধার দেনা করে আমি দিনাতিপাত করে নিব। এই টাকাটি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে নিয়ে নিন।আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আমার কোন ব্যবস্থা করবেন। এ ঘটনার তিন দিন পর তার ছেলে যে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ ছিল সে ফিরে আসে আর সাথে করে দশ বস্তা চাউল এবং বিশাল এক অঙ্কের টাকাও নিয়ে আসে। সেই ছেলে বলে, নিরুদ্দেশ কালীন সময়ে সে নির্মাণ কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল আর এখন শহরে বসবাসরত অবস্থায় সে অনেক বড় বড় ঠিকাদারী কাজ পাচ্ছে। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, এটি আমার সেই সময়ের আর্থিক কুরবানীরই ফসল আর ভবিষ্যতে আমি সবসময়ই আর্থিক কুরবানী করে যাব।

এটি কি বিপ্লব নয়, যা আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত লোকদের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার ফলে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই বিপ্লব। এই ভদ্র মহিলার ঈমানী অবস্থা দেখুন, কত উচ্চ মার্গের। তিনি তার ক্ষুধার ভ্রুক্ষেপ করেননি আর আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা-ও বিস্ময়কর।

মালী থেকে জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, এক আহমদী ভদ্রমহিলা যার বয়স প্রায় ৮০ বছর, তিনি নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। একদিন তিনি এক কিলোমিটার দূরে নিজের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে মিশন হাউসে চলে আসেন। গরমের কারণে তার অবস্থা শোচনীয় ছিল। এ সব দেশে ভীষণ গরম পড়ে। আমাদের মুবাল্লিগ বলেন, আমাকে বললে আমিই এসে চাঁদা সংগ্রহ করে নিতাম। তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমি আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বুঝেছি তখন থেকে আমি চাই না যে, আমার কোন পুণ্য নষ্ট হোক। আর পায়ে হেঁটে আসার কারণ হল, রিকশা ভাড়ার টাকাটাও যেন আমি চাঁদার খাতে দিতে পারি। অতএব, এগুলো হল প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ঈমানের মান। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আহমদীদের ঈমানকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চালিত করে দৃঢ় করেন তা-ও প্রতিটি ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয়।

বেনিনের মুয়াল্লেম যাকারিয়া সাহেব একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,সিনেপোতা নামের একটি জামাতের প্রেসিডেন্টের চাকরি চলে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সেই দিন গুলোতেই তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয়। কিছুদিন পর তিনি বলেন, আমাকে যখন চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয় আমি গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ্! কোন উপায় সৃষ্টি কর যেন আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করতে পারি। রাতও আমার গভীর উৎকণ্ঠার সাথে অতিবাহিত হয়। সকালে ফযরের নামায শেষ করার পর কাজের সন্ধানে পার্শবর্তী একটি গ্রামে যাই, সেখানে কোন কাজ পাইনি। কিন্তু এক ব্যক্তি তার পশু বিক্রির জন্য কোথাও যাচ্ছিল, আমি তাকে একটু সাহায্য করি। সে আমাকে পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দেয়। তিনি বলেন, এই টাকা থেকে দুই শত ফ্রাঙ্কের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করি এবং এক শত ফ্রাঙ্ক আমার স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে দিই আর দুই শত ফ্রাঙ্ক চাঁদা খাতে আদায় করি। তিনি বলেন, খোদা তা'লা এই তুচ্ছ কুরবানীর কল্যাণে এমনভাবে কৃপাধন্য করেছেন যে, চাঁদা দেওয়ার ঠিক চার দিন পর তিনি কাজ পান আর এত স্বল্প সময়ে যথাযথ কাজ পাওয়া কোন সমাপতন নয় বরং খোদার বিশেষ কৃপা।

এগুলো ছিল আফ্রিকার ঘটনাবলী। ভারত থেকে তাদের অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানা প্রদেশের ইন্সপেক্টর তাহরীকে জাদীদ সাহাবুদ্দীন সাহেব লিখেন, হায়দারাবাদের এক বন্ধু তিনি একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তিনি বিশ হাজার টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ছোট্ট একটি দোকান চালান। নামাযের সময় হলে তিনি দোকান বন্ধ করে দেন। এই হল প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা। নামাযের সময় ব্যবসা বন্ধ। বছরের এক মাসের পুরো আয় তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এ বছরও তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে ষাট হাজার রুপী চাঁদা দিয়েছেন। তিনি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি বলেন, একদিন আমি তাকে বললাম, নিজের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করে নিন। তিনি বলেন, যেভাবে চলছে, চলতে দিন। পৃথিবী যেভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ অবস্থায় সম্পদ জমা করার কী প্রয়োজন আর কেনই বা আমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকব না?

অনুরূপভাবে পাকিস্তান থেকে নায়েব উকীলুল মাল লিখছেন, শিয়ালকোটের এক খাদেমের সাথে সাক্ষাত হয়। তার ওয়াদা ছিল পনের হাজার রুপী, আমি তাকে বললাম, পনের হাজার থেকে বৃদ্ধি করে এক লাখ করুন। তিনি তাই করেন। তিনি জুতা রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, প্রথম দিকে পাঁচ হাজার রুপী চাঁদা দিতেন, পরে দশ হাজার, পরে আরো বৃদ্ধি করেন এবং পরে পনের হাজার থেকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষ রুপী করেন। এখন তিনি বলেন, যে ফ্যাক্টরি তিনি ভাড়ায় নিয়েছিলেন সেই ফ্যাক্টরি তিনি কিনে নেন এবং ব্যবসার উন্নতি হয়।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন, সেখানকার এক ব্যক্তি বলেন, আমার একটি মটরসাইকেল থাকলে ছেলের সাথে জুমুআ পড়তে যেতে সুবিধা হবে। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, দোয়া করুন এবং নিয়মিত চাঁদা দিন। এরপর তিনি তার এবং তার পরিবারের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। স্বল্প সময়ের মাঝে খোদা তাকে কৃপাধন্য করেন। মোটরসাইকেল ক্রয় করার তৌফিক লাভ করেন। এখন সেই বাড়িতে একটির জায়গায় তিনটি মোটরসাইকেল রয়েছে। তিনি ওসীয়্যত করেছেন আর তার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে কানাডাতেও কিছু মানুষ এমন আছেন। আমীর সাহেব লিখছেন, যাদের চাঁদা ওয়াদা এক হাজার ডলার ছিল তারা বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই চাঁদা প্রদানও করেছেন। আল্লাহ্

তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য বছরের শুরুতেই চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। আর মসজিদ খাতেও তিনি বিশ হাজার ডলার চাঁদা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এখানেও কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার এক হাজার কানাডিয়ান ডলার ওয়াদা ছিল কিন্তু কাছে টাকা ছিল না। সন্ধ্যার সময় স্বামীর ফোন আসে যে, অমুক ব্যক্তি চেক দিয়েছেন। আমি বলি, এক হাজার ডলারের চেক? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানলে? সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমার চিন্তিত ছিলাম,আমাকে তাহরীকে জাদীদ-এর এক হাজার ডলার চাঁদা দিতে হবে। আমি ভাবলাম, আল্লাহ্তা'লা ব্যবস্থা করেছেন, হয়তো এত টাকার চেকই হবে।

অনুরূপভাবে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ক্রোয়েশিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন, দারিদ্র্যের কারণে চাকরির সুযোগ অনেক কম। একটি বড় শ্রেণীর মানুষ এমন আছেন যাদের আয় উপার্জনের কোন উপায় নেই। এরা হয় আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে কোন টাকা পেলে অথবা এক বা দু'দিন মেয়াদের কোন কাজ পেলে তা দিয়েই এদের জীবন নির্বাহ হয়। এক বয়োঃবৃদ্ধ আহমদী বন্ধু যার জামাতী কাজের গভীর আগ্রহ রয়েছে, প্রায় পুরো সময় তিনি জামাতী কাজে অতিবাহিত করেন। কিন্তু যখন জামাতের কাজ থাকে না তখনও কোন না কোন কাজ এমন খুঁজেন যার মাধ্যমে জামাতেরই কল্যাণ হয়। প্রায় এক বছর যাবৎ তিনি খালি বোতল বা ক্যান জমা করছিলেন। যাতে কোন ভাঙ্গাড়ীকে দিয়ে কিছু টাকা পাওয়া যায়। সারা বছর তিনি ক্যান জমা করেন এবং ভাঙ্গাড়ীদেনর দেন। এ কাজ করে পুরো বছরে তিনি শুধু ত্রিশ ডলার পান। সেগুলো নিয়ে সোজা মসজিদে আসেন এবং এ থেকে দশ ডলার তিনি চাঁদা খাতে প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা ছিল, তাইএআমি খাতে এই টাকা প্রদান করলাম। সারা বছর তিনি যে পরিশ্রম করেছেন, সেই পারিশ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ তিনি জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জার্মানী থেকে সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেছেন, নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভদ্রমহিলা তাহরীকে জাদীদ অফিসে আসেন এবং তার সব গহনা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। এই গহনা এত বেশি ছিল যে, গহনা ও অলংকারে পুরো টেবিল ভরে যায়। স্বর্ণের হার, আংটি, চুড়ি এরূপ অনেক জিনিস ছিল। কিন্তু তিনি অনুরোধ করেন যে তার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। তার কুরবানী যেন শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্য বলে গণ্য হয়। গহনা ও অলংকার নারীদের দুর্বলতা। কিন্তু আহমদী মহিলারা তা কুরবানী করেন।

এখানেও এক আহমদী মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি আমার সমস্ত অলংকার চাঁদা খাতে দিয়ে দিয়েছিলাম, মসজিদ তহবিলে বা অন্য কোন তহবিলে। কিন্তু আমার শ্বশুড় বাড়ির লোকরা এ বিষয়টি ভালো চোখে দেখে নি এবং বলে, কেন এমনটি করলে? বিভিন্ন ধরণের খোঁচা দিতে থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এই ভদ্র মহিলাকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করবেন এবং বর্ধিত করে দিবেন যিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করেছেন। কিন্তু তাদেরও চিন্তা করা উচিত যারা তাদের বা অন্য কাউকে কুরবানী করতে বাধা দেয়।আল্লাহ্তা'লাই সম্পদ দান করেন আর যারা অকৃতজ্ঞ তাদের সম্পদ তিনি ছিনিয়েও নিতে পারেন, এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তাই যে সব মানুষের মাথায় এমন ধারণার উদয় হয় তাদের অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত।

রাশিয়াতেও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এক বন্ধু লিনার সাহেব বলেন, তার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং নানা প্রকার আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। কিন্তু তার লাজেমী বা আবশ্যকীয় চাঁদা এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সাধ্য অনুসারে দিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, চাঁদার কল্যাণে আমার স্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরই সরকারী চাকরী পান, সরকার বাচ্চাদের আবাসনের জন্য ঋণও দিয়েছে, এখন আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক সচ্ছল হয়েছে। আল্লাহ্র ফযলে আমাদের হাতে দু'টো গাড়িও এসে গেছে। তিনি বলেন, এসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং চাঁদা দেওয়ার কল্যাণ। ইতিপূর্বে কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা চাঁদা দেওয়া অব্যাহত রেখেছি আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা অনেক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। দেখুন! রাশিয়ায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করছেন, আফ্রিকান আহমদীকেও স্বীয় দানে ধন্য করছেন, ইন্দোনেশিয়ার লোকদের স্বীয় কল্যাণে ভূষিত করছেন, অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপেও আহমদীদের স্বীয় কল্যাণে ভূষিত করছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার এসব আচরণ প্রমাণ করে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেমিকদের জামাত প্রদানের এবং তাদের ঈমানী উন্নতি দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেনতা রক্ষা করছেন। যারা আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানী উন্নতিও দান করেন।

আর্থিক কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার অগণিত ঘটনা আছে, যা আমার কাছে এসেছে কিন্তু সেগুলো থেকে বাছাই করে নেওয়া আমার জন্য কঠিন ছিল, এর কয়েকটি আমি উপস্থাপন করেছি। যেভাবে আমি বলেছি,প্রায়সব দেশের অধিবাসীদের সাথেই আল্লাহ্ তা'লার এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যারা খোদার ওপর নির্ভর করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অঢেল দানে ভূষিত করেন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার এ প্রমাণই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরবানী করার ফলে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এর কারণ হল, এ চাঁদা খোদার ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য ব্যয় হয়।

দরিদ্র কবলিত দেশের মানুষ অবশ্যই চাঁদা দেন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় তাদের চাঁদার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই সম্পদশালী দেশগুলো থেকে সংগৃহীত চাঁদা থেকে কেন্দ্র এমন সব দেশে ব্যয় করে যাদের ব্যয় নির্বাহ করতে তাদের চাঁদা যথেষ্ট নয়। শত শত স্কুল, অনেকগুলো হাসপাতাল, শত শত মিশন হাউস, মসজিদ, প্রতি বছরই নির্মিত হয়। আর এ জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনুরূপভাবে এম.টি.এ.-এর খাতেও বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। যদিও তরবিয়্যত ও এম.টি.এ.-এর পৃথক পৃথক খাত রয়েছে, যে খাতে মানুষ চাঁদা দিয়ে থাকে কিন্তু এই চাঁদার তুলনায় এর ব্যয় অনেক বেশি হয়ে থাকে।

এম.টি.এ. সম্পর্কে আমি এ কথাও বলতে চাই যে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানে এম.টি.এ. শোনার প্রচলন যতটা হওয়া উচিত ততটা নেই। কমপক্ষে আমার খুতবা সরাসরি শুনে না। জামাত যে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে তা জামাতের তরবিয়্যতের জন্যই করছে। সময়ের পার্থক্য থাকলেও পুণঃস্প্রচারের সময় খুতবা শুনা উচিত। অসংখ্য অ-আহমদীরাও শুনে এবং আমাকে তারা লিখেও যে, আমরা অ-আহমদী কিন্তু আপনার খুতবা শুনছি।

খিলাফতের সাথে জামাতের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ.-কে একটা মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। বাড়িতে আপনারা যদি এদিকে মনোযোগ না দেন তবে ধীরে ধীরে আপনাদের সন্তান-সন্ততি দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবেন, ইনশাআল্লাহ্। নিষ্ঠাবান মানুষও আসবে আর আপনারা দেখেছেন, নবাগতদের মাঝে এ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও এমন যেন না হয় যে, নবাগতরা সব কিছু নিয়ে যাবে আর পুরনোরা এটি নিয়েই গর্ব করবে যে, আমাদের বাপ-দাদা সাহাবী ছিলেন আর আমরা পুরনো আহমদী। আল্লাহ্তা'লার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই, পুরনো আহমদীরা যদি দূরে সরে যায় তবে বাপ-দাদা বা তাদের আত্মীয়-স্বজন সাহাবী হলেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং অনুশোচনার সময় আসার পূর্বেই নিজেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন আর এর সর্বত্তোম মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরএম.টি.এ.দিয়েছেন। একে কাজে লাগান। আরো অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম এম.টি.এ.-তে সম্প্রচারিত হয়, কিন্তু কমপক্ষে খুতবা অবশ্যই শুনা উচিত। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের সারাংশ শুনিয়ে দিয়েছেন, তাই আমি জানি খুতবায় কী কী বলা হয়েছে। সারাংশ শুনা এবং পুরো খুতবা শুনার মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

আমি যেভাবে বলেছি, তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের সুচনা হচ্ছে। পুরনো বছর সমাপ্ত হচ্ছে। এখন আমি নতুন বছরের ঘোষণা করছি। সম্ভবত কানাডা থেকে এই প্রথমবার এই ঘোষণা করা হচ্ছে।

জামাতের প্রতি এটি খোদার অনুগ্রহ, জামাত এতটা এখন বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, ১৯৩৪ সনে আহরার জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার বা নির্মূল করার কথা বলত। কাদিয়ানের প্রতিটি ইটকে ধূলিস্যাৎ করার দাবি করত, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়ে সারা পৃথিবীতে মিশনারী বা মুবাল্লেগ প্রেরণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবলীগের একটি সুঠাম এবং সম্পুর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আজকে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিচিত। পৃথিবীর ২০৯টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আজ জামাত হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র জামাত যাদের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। আহরারীরা কাদিয়ানেই আহমদীয়াতের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দাবি করত, কিন্তু আজকে দেখুন! পৃথিবীর এই পশ্চিম প্রান্ত থেকে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদের বাণীকে তাঁর এক তুচ্ছ দাস পৌঁছে দিচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর সাথে খোদার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 15th Dec, 2016 Issue No. 41

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

অতএব সকল আহমদীর এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কথাগুলো তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যাস্ত করে, সেই দায়িত্ব পালন করা আপনাদের সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করছি আর রীতি অনুসারে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। খোদার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের যে বছর অতিবাহিত হয়েছে আর যা ৩১ অক্টোবরে সমাপ্ত হয়েছে সেটি ৮২তম বছর ছিল। ১লা নভেম্বর থেকে ৮৩তম বছরের সূচনা হয়েছে। আমি এর ঘোষণা দিয়েছি ইতোমধ্যেই।

খোদার কৃপায় প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে এ বছর বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং চাঁদা হিসেবে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এটি গত বছরের চেয়ে ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড বেশি।

বিভিন্ন জামাতের পজিশনের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান সব সময় প্রথম স্থানে থাকে । এটি ছাড়া এরপর প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানী। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাজ্য। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ স্থান কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত, দশম ঘানা আর এগারতম স্থান অধিকার করেছে সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের মাথাপিছু চাঁদার পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে, তাই তাদের নাম এসেছে নতুবা দশ পর্যন্তই তালিকায় নাম উল্লেখ করা হয়।

মাথা পিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। তারপর যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, জাপান ও কানাডা । এরপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের জামাতগুলোর নাম উচ্চারণ করি না, সেই জামাতগুলো এই পাঁচটির ওপরে রয়েছে।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে মরিশাস, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বুর্কিনাফাঁসো, ক্যামেরুন, সিয়েরালিয়ন, লাইবেরিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং মালী ।

চাঁদা দাতাদের সংখ্যায় এ বছর ৯০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪ লক্ষ ৪ হাজারের অধিক মানুষ মোটের ওপর চাঁদা দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বেশি চেষ্টা করেছে বেনীন, নাইজার, মালী, বুর্কিনাফাঁসো, ঘানা, লাইবেরিয়া, সেনেগাল এবং ক্যামেরুন। পৃথিবীর সর্বত্র এদিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ।

দপ্তর আউয়াল বা তাহরীকে জাদীদের প্রথম বছর চাঁদা দাতাদের যে তালিকা খাতা ছিল সেগুলো খোলা রয়েছে। সেই খাতে চাঁদা আসছে, তাদের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে বা তাদের কেউ কেউ যারা নিজেরা জীবিত আছেন তারা নিজেরাই দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের তিনটি বড় জামাতের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। চাঁদা আদায়ের দিক থেকে দশটি শহুরে জামাতের নাম হলো, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ এরপর যথাক্রমে মুলতান, কোয়েটা, পেশাওয়ার, গুজরানওয়ালা, হায়দ্রাবাদ, হাফেজাবাদ, মিয়াওয়ালী কোটলিখানওয়াল এবং ভাওয়াল নগর । পাকিস্তানের দারিদ্রতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের চাঁদা অনেক উন্নতমানের। যে দশটি জেলা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে, সেগুলির মধ্যে শিয়ালকোট প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে সারগোদা, গুজরাত, উমরকোট, উকাড়া, নারওয়াল, মিরপুর খাস, টোবাটেক্সিং, মান্ডি বাহাউদ্দিন এবং মিরপুর (পাক-অধিকৃত) কাশ্মির।

জার্মানির প্রথম দশটি জামাত যথাক্রমে, রোডার মার্ক, নয়েস, ওয়নেগার্ডেন, রাইনহার্ম সাউথ, ফ্লুরজহার্ম, লিমবার্গ, কোলন, কোবলেঞ্জ, নিদা ও মাহদী আবাদ।

আর দশটি স্থানীয় আমারতের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে-হ্যামবুর্গ এরপর গ্রাসগেরাও, মোরফিল্ডেন, বুল্ডোফ, উইযবাদেন, ডাটস্টানবাখ, অফেনবাখ, ম্যানহাইম, ডামস্ট্যাড এবং রিচাডিস্টেড।

মোট চাঁদা আদায়ের দিক থেকে ইংল্যান্ডের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হলো, যথাক্রমে লন্ডন-বি, লন্ডন-এ, মিড ল্যান্ডয, নর্থ ইষ্ট এবং সাউথ রিযন। আর মাথাপিছু চাঁদা আদায়ের দিক থেকে দশটি বড় জামাত হল যথাক্রমে মসজিদ ফযল প্রথম স্থানে এরপর রেইন্সপার্ক, গ্লাসগো, বার্মিংহাম সাউথ, নিউ মল্ডেন, ব্র্যাডফোর্ড, ইসলামাবাদ, জিলিংহাম, মওসুক ওয়েষ্ট এবং উইম্বলডন পার্ক।

মাথা পিছু চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি অঞ্চল যুক্তরাজ্যের সাউথওয়েষ্ট, ইসলামাবাদ, স্কাটল্যান্ড, মিডল্যান্ড এবং নার্থইষ্ট যথাক্রমে। আর বড় জামাতগুলো হল ব্রমলে, লোইশাম, ল্যামিংটন স্পা, ইসলামাবাদ, ক্যানথো, বার্মিংহাম সাউথ, ওয়াস্টার পার্ক, জিলিংহাম, বুরানমাউন্ড, সাউথ হ্যামপাটান, মসজিদ ফজল এবং মউসক ওয়েষ্ট।

সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় আমারতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে পিস ভিলেজ, দ্বিতীয় স্থানে ভোন। এরপর ক্যালগেরী, ব্রামটান, ভেনকুভার এরপর রয়েছে মেসিসাগা। কানাডার সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম এ্যাডমিন্টন ওয়েষ্ট, ডারহেস, সিসকাটন সাউথ, সিসকাটন নোর্থ, মিল্টন ইষ্ট, আটোয়া ওয়েষ্ট,আটোয়া ইষ্ট এবং রিজাইনা। আমার ধারণা ছিল লাইডম্যান্সস্টার জামাতও ভাল এক্টিভ জামাত, প্রেসিডেন্ট সাহেবও খুবই কর্মঠ মনে হত, সেখানকার লোকদের আর্থিক অবস্থাও আমাকে বলা হয়েছে ভাল, তারা কোন বিশেষ স্থান দখল করেনি।

মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমেরিকার জামাতগুলো হলো, সিলিকন ভ্যালী প্রথম, আশকোশ, ডেট্রয়েট, সিয়াটল, ইয়ার্ক, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এ্যাঞ্জেলেস, সিলভারস্পেং, সেন্ট্রালজার্সি, সিকাগো, সাউথওয়েষ্ট, লস এ্যাঞ্জেলেস ওয়েষ্ট।

ভারতের প্রথম দশটি জামাত হলো যথাক্রমে, কেরেলাই (কেরালা), কেরেলার ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, কেরেলার পারথাপ্রেম, কাদিয়ান, কেরেলার কান্নুর টাউন এবং কেরেলার পাঙ্গাডী, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, আর তামিলনাড়ুর সেল্লুর।

ভারতের প্রথম যে দশটি প্রদেশ প্রথমস্থানে রয়েছে সেগুলি হল যথাক্রমে-কেরেলা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র । ভারতে গত কয়েক বছর থেকে অসাধারণ উন্নতি হচ্ছে, পূর্বে এরা অনেক পিছিয়ে ছিল পূর্বে।

অস্ট্রেলিয়াও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে উন্নতি করছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশটি জামাত হল যথাক্রমে- মেলবোর্ন, বারবিক, কাসেল হিল, এসিটেস ক্যানভেরা, মার্সডন পার্ক, ব্রিসবেন লোগান, বিজট মেলবোর্ন লঙ্গ ওয়ার্ন, এডিলেড সাউথ, প্লামপাটন মেলবোর্ন ইষ্ট।

এরপর মাথাপিছু আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দশটি জামাত হল তাসমানিয়া, ব্রিসবেন , নর্থ এসিটি ক্যানবেরা, সিডনি মেট্রো, ডারউইন পেরামেটা, মেলবোর্ন ব্যারুক, পার্থ, মাসডন পার্ক, ক্যাসেল হিল।

আল্লাহ্ তা'লা সকল সকল চাঁদা দাতাদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন, ভবিষ্যতেও যেন তারা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে কুরবানীর তৌফিক লাভ করে, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও দৃঢ় হয়।

****

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কালেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কোরআনকে খোদার কিতাব ও তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিায় হযরত মহম্মদ (সা.) কে মানি। আমরা খোদার ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ ও রসুল (সা.) হারাম তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলিকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু হালাল তথা বৈধ করেছেন সগুলিকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না , বিয়োজনও করি না এবং একবিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি - আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান"

(নুরুল হক, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা: ৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir